সংবাদ

তারিখ ... 18 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

মেয়ে শিশুদের শিক্ষা : কিছু ভাবনা

ফাহমিদ ফারহান

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। শিক্ষার গুরুত্ব সবারই জানা। বিশেষত বাংলাদেশের মতো দেশ যেখানে জনগণের এক বিরাট অংশ দরিদ্র এবং যে দেশ প্রাকৃতিক সম্পদেও খুব সমৃদ্ধ নয়, তার অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে তাদের যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার বিকল্প নেই। এসব কথা বিবেচনায় রেখেই আমাদের রাষ্ট্রনায়করা স্বাধীনতার পরপরই শিক্ষার উন্নয়নে ব্রতী হন। তাদের এ ধ্যান-ধারণা পরিস্ফুট তখনকার সদ্যপ্রণীত সংবিধানে। সংবিধান ১৫(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'শিক্ষাসহ জীবন ধারণের অন্যান্য মৌলিক উপকরণের সরবরাহ রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব'। তাছাড়া সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; সমাজের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নাগরিক সৃষ্টির জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।' কাজেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের মতো দেশের উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে রাষ্ট্রনেতারা অবগত ছিলেন। যে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিশু শিক্ষার ভিত যদি শক্ত না হয় তবে ভবিষ্যতে এর ওপর ভিত্তি করে দৃঢ় ও মজবুত ইমারত গড়ে তোলা অসম্ভব। তাছাড়া বর্তমানের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তুলনা করা যায় ষাটের দশকের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে। সে সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো ছিল জনতারাক্রান্ত, সম্পদহীন এবং উন্নয়নের বিচারে অনেকটাই পিছিয়ে। কিন্তু তারা আত্মশক্তিতে আস্থা হারায়নি এবং বিপুল বিনিয়োগ করেছিল তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, যার সোনালি ফসল আজ তাদের ঘরে। কাজেই উন্নয়নের সড়কে চলতে হলে আমাদেরও একই পথ অনুসরণ করা উচিত। বিশ্বব্যাংকের মতে, শিক্ষা ব্যবস্থার যথাযথ উন্নয়নের লক্ষে কোন দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া উচিত। অথচ আমাদের দেশে ২০০৯-১০ অর্থবছরের শিক্ষা খাতে মোট জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ১.২ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিনিয়োগ কম হলে প্রাপ্তি যে কম হবে তা বলাই বাহুল্য। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে বলেছে, শিক্ষার সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির জরিপে দেখা যায়, পরিবার প্রধান যদি এক থেকে চার বছরের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন, তবে সে পরিবারের দরিদ্র থাকার সম্ভাবনা ৩৭ শতাংশ কমে যায় এবং সে পরিবারের মাথাপিছু খাবার গ্রহণের হার ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। (চলবে)